যুগান্তর

তারিখ 31 DEC 2002

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

মেধা বৃত্তি বৃদ্ধি প্রয়োজন

মেধা বৃত্তির ক্ষেত্রে এক যুগে এক পয়সাও না বাড়িবার খবরটি একটি দুঃসংবাদ। শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি করিবার লক্ষ্যে সরকারের তরফে বক্তৃতা-বিবৃতি-প্রতিশ্রুতির ঘাটতি কখনোই ছিল না। এমনকি প্রতি বৎসর বাজেট ঘোষণার সময় জাতির সামনে ইহা খুব গুরুত্ব দিয়া স্পষ্ট করা হয় যে, শিক্ষা খাতেই সর্বোচ্চ বরাদ্দ নিশ্চিত করা হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষা বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দই যে শিক্ষার মান উন্নয়নে সরকারের সর্বোচ্চ মনোযোগের পরিচায়ক নয়, আমরা উহা প্রতিনিয়তই হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছি। প্রাথমিক স্তরের পঞ্চম শ্রেণীর বৃত্তি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জীবনের মাইলফলক। এই বৃত্তিই বহু ছাত্রের ভবিষ্যৎ শিক্ষা জীবনে প্রগাঢ় ছাপ ফেলে। ষাট এবং সত্তর দশকেও অভিভাবকদের প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল এই বৃত্তির প্রতি। টাকার অংকের চাইতে এই বৃত্তির মর্যাদাই নিঃসন্দেহে বড় বিষয়। কিন্তু দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়া যেইখানে সকল ক্ষেত্রেই হার পুনঃনির্ধারণ করা হয় সেইখানে এই বৃত্তির টাকা এমন অকিঞ্চিৎকর কি করিয়া থাকিয়া গেল? ট্যালেন্টপুল ও সাধারণ ক্যাটাগরিতে বৃত্তির অংক যথাক্রমে ১২৫ এবং ৫০ টাকা। এক যুগ পূর্বেও তো এই টাকার অংক ন্যূনতম ছিল বলিয়াই গণ্য করা চলে। এই হার যে এতকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতে পারিল উহাতে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, নীতিনির্ধারকরা উদাসীন। তাহারা শিশুদের মেধার বিকাশ লইয়া চিন্তাভাবনা করেন না। বিভিন্ন স্তরে সরকার মোট ১৭ ক্যাটাগরিতে বৃত্তি দেয়। লক্ষণীয় যে, সরকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তির রেওয়াজ চালু করিবার পরে একটি ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়। মেধাবী শিশুর মনোজগতে ইহার প্রভাব হালকা করিয়া দেখিবার উপায় নাই। বৃত্তিলাভ একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফল। কিন্তু দেখা যাইতেছে, প্রাথমিক স্তরের অনেক শিক্ষার্থী উপবৃত্তির আওতায় মাসে ১০০ টাকা পাইতেছে। জুনিয়র স্তরেও একই ধরনের বৈষম্য প্রকট। এই স্তরে উপবৃত্তির আওতায় যেইখানে অনেক শিক্ষার্থী ১০০ টাকার বেশি পাইতেছে সেইখানে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ একজন কৃতী ছাত্র পাইতেছে মাসে ৮০ টাকা। আমরা প্রতি বৎসর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল বিপর্যয় দেখিয়া স্তম্ভিত হই। কিন্তু সেই হতবিহ্বল অবস্থার মূল শিকড় তো প্রাথমিক পর্যায়ে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শিশুর অধ্যয়নের প্রধান ভরসাস্থল আজও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই সকল স্কুলে কি ধরনের লেখাপড়া চলে উহার হদিস কেউ রাখে না। ড্রপআউট লইয়া হৈচৈ হয় না, হৈচৈ হয় না এই সকল স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল লইয়াও। শিশুর অধ্যয়ন জীবনে প্রথম হইতে অষ্টম শ্রেণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলা যায়। এই স্তরেই তাহারা মৌলিক যাহা শিখিবার তাহা শিখিবার সুযোগ পায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে মেধার বিকাশের যে চিত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জানা আছে উহা অত্যন্ত দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক। প্রতি বৎসর ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ লইলেও উহার মধ্যে শতকরা এক ভাগেরও কম বৃত্তিলাভ করে। অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ১০ লক্ষ কিশোরের সাফল্যের হারও অনুরূপ। সুতরাং বৃত্তির টাকা বৃদ্ধি না করাই প্রধান সমস্যা নয়। শিক্ষামন্ত্রী বলিয়াছেন, বৃত্তি খাতে ৭০ কোটি টাকা খরচ হয়। কিন্তু মাথাপিছু হার যে এতটা কম উহা কাহারও নজরে আসে নাই। তিনি বিষয়টি পর্যালোচনার আশ্বাস দেন। আমরা আশা করি বৃত্তির টাকার অংক বৃদ্ধি করিবার পাশাপাশি অধিকসংখ্যক শিশু-কিশোর যাহাতে বৃত্তি পাইতে পারে সেই লক্ষ্যেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে নীতিনির্ধারকরা আন্তরিক হইবেন।